স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার

গঠনতন্ত্র

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
www.nsc.gov.bd

স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার

গঠনতন্ত্র

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
৬২/৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
www.nsc.gov.bd

স্থানীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

সূচিপত্র

১। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র — পৃষ্ঠা-০৬-১৬

২। জেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র — পৃষ্ঠা-১৭-৩১

৩। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র — পৃষ্ঠা-৩২-৪২

৪। অ্যাফিলিয়েশন আবেদন ফরমের নমুনা — পৃষ্ঠা-৪৩

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ-১	:	শিরোনাম ও পরিধি	পৃষ্ঠা-০৬
অনুচ্ছেদ-২	:	সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা-০৬
অনুচ্ছেদ-৩	:	প্রতীক ও পতাকা	পৃষ্ঠা-০৭
অনুচ্ছেদ-৪	:	প্রধান কার্যালয়	পৃষ্ঠা-০৭
অনুচ্ছেদ-৫	:	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা-০৭
অনুচ্ছেদ-৬	:	দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-০৭
অনুচ্ছেদ-৭	:	অ্যাফিলিয়েশন	পৃষ্ঠা-০৮
অনুচ্ছেদ-৮	:	সাধারণ পরিষদ	পৃষ্ঠা-০৮
অনুচ্ছেদ-৯	:	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-০৯
অনুচ্ছেদ-১০	:	সাধারণ পরিষদের সভা	পৃষ্ঠা-১০
অনুচ্ছেদ-১১	:	উপদেষ্টা পরিষদ	পৃষ্ঠা-১১
অনুচ্ছেদ-১২	:	কার্যনির্বাহী পরিষদ	পৃষ্ঠা-১১
অনুচ্ছেদ-১৩	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-১১
অনুচ্ছেদ-১৪	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী	পৃষ্ঠা-১২
অনুচ্ছেদ-১৫	:	কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-১২
অনুচ্ছেদ-১৬	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি ও অপসারণ	পৃষ্ঠা-১৩
অনুচ্ছেদ-১৭	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ	পৃষ্ঠা-১৩
অনুচ্ছেদ-১৮	:	আর্থিক বৎসর	পৃষ্ঠা-১৩
অনুচ্ছেদ-১৯	:	তহবিল গঠন	পৃষ্ঠা-১৩
অনুচ্ছেদ-২০	:	তহবিল পরিচালনা	পৃষ্ঠা-১৪
অনুচ্ছেদ-২১	:	উপ-বিধি প্রণয়ন	পৃষ্ঠা-১৪
অনুচ্ছেদ-২২	:	নির্বাচন প্রক্রিয়া	পৃষ্ঠা-১৪
অনুচ্ছেদ-২৩	:	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ	পৃষ্ঠা-১৫
অনুচ্ছেদ-২৪	:	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-১৫
অনুচ্ছেদ-২৫	:	অন্তর্ভুক্তি	পৃষ্ঠা-১৬
অনুচ্ছেদ-২৬	:	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পৃষ্ঠা-১৬
অনুচ্ছেদ-২৭	:	রহিতকরণ ও হেফাজত	পৃষ্ঠা-১৬

অনুচ্ছেদ-১ : শিরোনাম ও পরিধি

১.১ এই গঠনতন্ত্র (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার (২০১৪ সালে সংশোধিত) গঠনতন্ত্র নামে অভিহিত হইবে।

১.২ এই সংস্থার নাম হইবে (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা। ইংরেজিতে Upazila Sports Association সংক্ষেপে (USA).

১.৩ 'উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সীমানা' বলিতে প্রশাসনিক উপজেলার সীমানা বুঝাইবে।

১.৪ সমগ্র উপজেলার খেলার সার্বিক কার্যক্রম এই উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন ও সম্পূর্ণ এখতিয়ারে থাকিবে।

১.৫ এই গঠনতন্ত্র বাংলা ভাষায় প্রণীত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২ : সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে এই গঠনতন্ত্রের নিম্নোক্ত শব্দগুলির মাধ্যমে পাশে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝাইবে।

২.১	সংস্থা	:	'সংস্থা' বলিতে (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।
২.২	গঠনতন্ত্র	:	'গঠনতন্ত্র' বলিতে (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।
২.৩	উপজেলা	:	'উপজেলা' বলিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক উপজেলা বুঝাইবে।
২.৪	খেলা	:	'খেলা' বলিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত/স্বীকৃত সকল খেলা বুঝাইবে।
২.৫	সাধারণ পরিষদ	:	'সাধারণ পরিষদ' বলিতে (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ বুঝাইবে।
২.৬	কার্যনির্বাহী পরিষদ	:	'কার্যনির্বাহী পরিষদ' বলিতে (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বুঝাইবে।
২.৭	কমিটি	:	'কমিটি' বলিতে (উপজেলার নাম) উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক গঠিত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বুঝাইবে।
২.৮	সভাপতি	:	'সভাপতি' বলিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বুঝাইবে।
২.৯	সহ-সভাপতি	:	'সহ-সভাপতি' বলিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি বুঝাইবে।
২.১০	সাধারণ সম্পাদক	:	'সাধারণ সম্পাদক' বলিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১১	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	:	'অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক' বলিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১২	যুগ্ম-সম্পাদক	:	'যুগ্ম-সম্পাদক' বলিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১৩	কোষাধ্যক্ষ	:	'কোষাধ্যক্ষ' বলিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ বুঝাইবে।
২.১৪	নির্বাহী সদস্য	:	'নির্বাহী সদস্য' বলিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের বুঝাইবে।
২.১৫	অঙ্গ সংগঠন	:	'অঙ্গ সংগঠন' বলিতে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর সহিত সরাসরি সংযুক্ত স্থানীয় ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা বুঝাইবে।
২.১৬	কাউন্সিলর	:	'কাউন্সিলর' বলিতে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-৩ : প্রতীক ও পতাকা

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে উপজেলার একটি নিজস্ব প্রতীক (লোগো) ও পতাকা থাকিবে। যাহাতে উপজেলার নামসহ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা লেখা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৪ : প্রধান কার্যালয়

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সদর দপ্তর উপজেলা সদরে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র উপজেলাব্যাপী সকল প্রকার খেলার আয়োজন/প্রচার/প্রসার/ সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন করা। যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করে মেধাবী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা। একটি সুস্থ ও সবল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে শরীরচর্চার প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

অনুচ্ছেদ-৬ : দায়িত্ব ও কার্যক্রম

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে -

৬.১ উপজেলাব্যাপী খেলাধুলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানোন্নয়ন, প্রসার এবং ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করা।

৬.২ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা করা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৬.৩ বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খেলা পরিচালনার জন্য দক্ষ সংগঠক/প্রশিক্ষক/আম্পায়ার/রেফারি/জাজ/জুরি ইত্যাদি সৃষ্টি করা।

৬.৪ সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উপজেলা দলের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৫ অসচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অথবা তাহাদের পরিবারকে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

৬.৬ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সংযুক্ত ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার খেলাধুলার মনোন্নয়নের জন্য আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৬.৭ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে খেলাধুলার পৃষ্ঠপোষকতায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

৬.৮ গ্রামীণ খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসারে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৯ ক্রীড়াসংক্রান্ত বই, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৬.১০ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার ক্রীড়াবিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা।

৬.১১ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সংযুক্ত ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬.১২ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অর্জনে/সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক জারিকৃত ক্রীড়ানীতির নির্দেশাবলী পালন করা।

৬.১৩ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং খেলার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য নিজ উদ্যোগে যে কোনো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৬.১৪ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করা।

৬.১৫ প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণের জন্য খেলার মাঠসহ স্থাপনাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সহায়তায় নতুন স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১৭ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বস্তরের সর্বোচ্চ মানের সততা, স্বচ্ছতা, সুস্থ ও দায়িত্বশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সর্বোন্নত আইনের অনুশাসন প্রবর্তন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ-৭ : অ্যাফিলিয়েশন

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা থাকিবে।

৭.১ অ্যাফিলিয়েশনের জন্য আবেদনকারী ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার গঠনতন্ত্র/নীতিমালা, ঠিকানা, সাধারণ পরিষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কার্যনির্বাহী পরিষদ, ব্যাংক হিসাব থাকিতে হইবে এবং নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা করিতে হইবে। অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থাকে নির্ধারিত আবেদন ফরমের সহিত ৩০০/- (তিনশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ করিতে হইবে। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় আবেদনকৃত সকল ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। তবে সাধারণ পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্ববর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থাকে অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা যাইবে না।

৭.২ প্রত্যেক অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থাকে অ্যাফিলিয়েশন নবায়ন বাবদ বাৎসরিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অ্যাফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কোনো ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

৭.৩ অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা শুধুমাত্র উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত খেলায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৮ : সাধারণ পরিষদ

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে। সাধারণ পরিষদ গঠন:-

৮.১ উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

৮.২ উপজেলায় কর্মরত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

৮.৩ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত একই খেলায় যে সকল ইউনিয়ন নূন্যতম ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে সে সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

৮.৪ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃত একই খেলায় যে সকল ক্লাব নূন্যতম ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে, সে সকল ক্লাবের ১ (এক) জন প্রতিনিধি ।

৮.৫ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃত একই খেলায় যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা নূন্যতম ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে, সে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৮.৬ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃত একই খেলা নূন্যতম ২ (দুই) বার আয়োজনে ব্যর্থ হইলে এবং সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১ (এক) বার আয়োজন করিলে অংশগ্রহণকারী ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা ১(এক) জন প্রতিনিধি পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কোনো খেলা আয়োজন করিতে ব্যর্থ হইলে, সেই ক্ষেত্রে সকল অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা পরবর্তী নির্বাচনের জন্য সাধারণ পরিষদে ১ (এক) জন প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮.৭ অনুচ্ছেদ-৮(৩)(৪)(৫) মোতাবেক খেলা আয়োজনে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার পরবর্তী সাধারণ পরিষদের সদস্য হিসেবে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৮.৮ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সর্বশেষ নির্বাচিত)।

৮.৯ উপজেলা অভ্যন্তরে পৌরসভার মেয়র।

৮.১০ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

৮.১১ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

৮.১২ উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।

৮.১৩ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

৮.১৪ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা

৮.১৫ কমান্ডেন্ট উপজেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

৮.১৬ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ২ (দুই) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত/জাতীয় দল/জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় অথবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোনো লিগ খেলায় অন্ততঃ ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন) ও ১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্ততঃ ৪ (চার) বৎসর দায়িত্ব পালন করেছেন; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে) ।

৮.১৭ উপজেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি (যদি থাকে), না থাকিলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ২ (দুই) জন প্রাক্তন মহিলা ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত/জাতীয় দল/জাতীয় পর্যায়ের খেলোয়াড় অথবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত যে কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন)।

৮.১৮ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার কোনো পৃষ্ঠপোষক উপজেলা ক্রীড়া সংস্থায় এককালীন নূন্যতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা প্রদান করেছেন- এইরূপ সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন পৃষ্ঠপোষক শুধুমাত্র পরবর্তী মেয়াদকালে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিত্ব পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৮.১৯ একজন ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি উপজেলার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন। একই ব্যক্তি একই সাথে একাধিক উপজেলার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইলে তাহার সকল উপজেলার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৮.২০ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংস্থার কেহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদ-৯ : সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবেঃ-

৯.১ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক না হয়।

৯.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন।

৯.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৯.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৯.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন এবং অনুমোদন।

৯.৬ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক যে কোনো পদক্ষেপ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ-১০ : সাধারণ পরিষদের সভা

১০.১ **বার্ষিক সাধারণ সভা :** প্রতি অর্থবৎসর সমাপ্তির অন্যূন ৯০ দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার নির্ধারিত তারিখের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সকল সদস্যকে ডাক, কুরিয়ার অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে সভার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। ডাক, কুরিয়ার অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তির সহিত সভার আলোচ্যসূচিভিত্তিক কার্যপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, সেই ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই বিষয়টি সভাকে অবহিত করিতে হইবে।

১০.২ **আলোচ্যসূচি :** বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে

(ক) পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঘ) অর্থবৎসরের বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঙ) সভাপতি অথবা সাধারণ পরিষদের কোনো সদস্যের উত্থাপিত যে কোনো জরুরি বিষয় নিষ্পত্তি।

১০.৩ **তলবি সভা :** কার্যনির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এক সপ্তাহের নোটিশে তলবি সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতি তাহা না করিলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভায় যে কোনো সদস্যকে সভা আহ্বানের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে। এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য নোটিশ জারির মাধ্যমে তলবি সভা আহ্বান করিবেন।

১০.৪ **সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল :** সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল ৪ (চার) বৎসর হইবে।

১০.৫ **সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়ন :** পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৮ মোতাবেক ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার প্রাপ্ত প্রতিনিধির তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কোনো প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে উল্লেখ্য যে, কোনো প্রতিনিধি পদত্যাগ করিলে, স্থায়ীভাবে প্রবাসী হইলে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হইলে বা মৃত্যুজনিত কারণেই কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করার আবেদন জানাইতে পারিবে, যাহা কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১০.৬ **কোরাম :** বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা তলবি সভার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোনো সভায় যদি কোরাম না হয়, তাহা হইলে মুলতবি সভাটি পরবর্তী কার্যদিবসে একই সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। যদি কোনো কারণে মুলতবি সভার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সভা মুলতবি করিবার পূর্বেই উপস্থিত সকল সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে। মুলতবি সভার ক্ষেত্রে লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

অনুচ্ছেদ-১১ : উপদেষ্টা পরিষদ

মাননীয় সংসদ সদস্য ও উপজেলা চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উপদেষ্টা থাকিবেন।

১১.১ উপদেষ্টাগণ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে সময় সময় কার্যনির্বাহী পরিষদকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১২ : কার্যনির্বাহী পরিষদ

গঠন প্রণালী : উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ ২৫ (পঁচিশ) সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

সভাপতি	:	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে)।
সহ-সভাপতি	:	১ (এক) জন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)।
	:	১ (এক) জন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে)।
	:	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)।
সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
যুগ্ম-সম্পাদক	:	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)।
কোষাধ্যক্ষ	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
নির্বাহী সদস্য	:	৫ (পাঁচ) জন। উপজেলায় কর্মরত মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সমাজসেবা কর্মকর্তা (পদাধিকার বলে)।
	:	৮ (আট) জন (নির্বাচিত)।
	:	২ (দুই) জন মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।

অনুচ্ছেদ-১৩ : কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী

১৩.১ উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা করা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

১৩.২ সংস্থার সকল স্থায়ী/অস্থায়ী কমিটি; উপ-কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা, কার্যপরিধি প্রণয়ন করা এবং কমিটির বাজেট অনুমোদন করা।

১৩.৩ সংস্থার প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা।

১৩.৪ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা।

১৩.৫ সংস্থার বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন করা।

১৩.৬ সংস্থার বাজেটে অতিরিক্ত ব্যয় আলোচনাক্রমে অনুমোদন করা।

১৩.৭ সংস্থার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক অনুমোদন করা।

১৩.৮ অ্যাফিলিয়েশনের জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদনের বিষয়ে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৩.৯ সংস্থার প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের জন্য (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন) সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন এবং শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৩.১০ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হইলে উক্ত পদ পূরণের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক উপ-নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা।

১৩.১১ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ন্ত্রণ করা।

অনুচ্ছেদ-১৪ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী

১৪.১ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে এবং জরুরি সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৪.২ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

১৪.৩ কোরামের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে যে কোনো নিয়মিত সভা মুলতবি থাকিলে পরবর্তীতে উহার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মুলতবি সভার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করাইতে হইবে।

১৪.৪ প্রতিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হইলে সভাপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

১৪.৫ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালটে করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫ : কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১৫.১ সভাপতি : তিনি সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৫.২ তিনি সাধারণ পরিষদের সভা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরি সভা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তলবি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৫.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে, কেহ পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে উক্ত পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো সদস্যের ওপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন। তবে আসন শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অবশ্যই উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২২ এর (৩) (৪) (৫) (৬) (৮) (৯) (১০) উপানুচ্ছেদগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। তবে উল্লেখ্য যে, উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ ভোটাধিকার পাইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১৫.৪ সহ-সভাপতি : সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫.৫ সাধারণ সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদক সংস্থার প্রশাসনিক ও নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫.৬ সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রতি তিন মাসে অন্তত একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন।

১৫.৭ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

১৫.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি তাহার কাজের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদকের ওপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

১৫.৯ অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিবেন। তবে বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৫.১০ সাধারণ সম্পাদক সংস্থার জরুরি প্রয়োজনে ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৫.১১ অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদক দেশের বাহিরে গেলে বা অসুস্থতার কারণে ১ (এক) মাসের অধিক দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপদকালীন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৫.১২ যুগ্ম-সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন।

১৫.১৩ কোষাধ্যক্ষ : তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং সংস্থার বাজেট ও সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন এবং উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৬ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি ও অপসারণ

১৬.১ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কোনো সদস্য গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ না জানাইয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের পরপর তিনটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। তাহার জবাব যথোপযুক্ত না হইলে পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার সদস্যপদ বাতিল হইবে এবং উক্ত সদস্য তার নির্বাহী পরিষদের পদ হারাইবেন। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা উক্ত আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষুব্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৬.২ দুর্নীতি, তহবিল তছরুফ ইত্যাদি কারণে কোনো অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক তদন্তপূর্বক দোষ প্রমাণীত হইলে উক্ত সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে। তবে অপসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য কারণ দর্শাইতে হইবে। তাহার জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। জেলা ক্রীড়া সংস্থা উক্ত আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষুব্ধ হইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৬.৩ কোনো কর্মকর্তা/সদস্য সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে কর্মকর্তা/সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

১৬.৪ নিম্নোক্ত কারণসমূহের যথাযথ প্রমাণসাপেক্ষে সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে : (ক) মৃত্যু, (খ) পদত্যাগ, (গ) শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে, (ঘ) দ্বৈত বা ততোধিক নাগরিকত্ব গ্রহণ।

১৬.৫ অনুচ্ছেদ-১৬ (১)(২)(৩)(৪) কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হইলে ১৫(৩) অনুসরণপূর্বক উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭ : কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। চূড়ান্ত সরকারি ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করিলে ১৬ (ষোল) তম দিন হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর হইয়াছে ও কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল শুরু হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৮ : আর্থিক বৎসর

১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯ : তহবিল গঠন

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার তহবিল গঠনের জন্য ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ, প্রদর্শনী/প্রতিযোগিতামূলক খেলা আয়োজন এবং অন্যান্য বিধিসম্মত বিনোদন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করিতে পারিবেন।

অনুচ্ছেদ-২০ : তহবিল পরিচালনা

সংস্থার যাবতীয় তহবিল উপজেলা সদরে অবস্থিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২১ : উপ-বিধি প্রণয়ন

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোনো উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো অনুচ্ছেদের সহিত সাংঘর্ষিক হয়- এমন কোনো উপ-বিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ-২২ : নির্বাচন প্রক্রিয়া

২২.১ পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে ও নির্বাচনের প্রয়োজনে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিতে কাউন্সিলর নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে।

২২.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের কাউন্সিলর নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৮ মোতাবেক ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থার কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে প্রতিনিধির নাম আহ্বান করিবেন। প্রাপ্ত প্রতিনিধির নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন গঠনের সাথে সাথেই নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। উল্লেখ্য, সাধারণ পরিষদের সদস্যগণই নির্বাচনে ভোটাধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাইবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্য না হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচিতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিষয় উল্লেখ করিয়া বাধ্যতামূলক সভা আহ্বান করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট উপজেলায় কর্মরত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিবেন। নির্বাচন কমিশনার একজন রিটার্নিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

২২.৪ নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন। তফসিলে সর্বনিম্ন ২১ (একুশ) দিন এবং সর্বোচ্চ ৩১ (একত্রিশ) দিন সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন। তবে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা এর আওতামুক্ত থাকিবে।

২২.৫ নির্বাচনে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিবার বিষয়ে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির নিকট আপিল দায়ের করিবেন। প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রেও ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির নিকট আপিল দায়ের করিবেন। উভয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে দায়েরকৃত আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৮ (আট) কার্যদিবস করে নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবেন।

২২.৬ নির্বাচন কমিশনার গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন। নির্বাচনের ফলাফলে একই পদে একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হইলে সেই ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন।

২২.৭ নির্বাচন কমিশনার সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক ও সদস্যগণের প্রাপ্ত ভোটের ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

২২.৮ নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের দিনেই বেসরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশ করিবেন এবং বেসরকারি ফলাফল প্রকাশের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রজ্ঞাপন আকারে সরকারিভাবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

২২.৯ ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার পূর্বতন কার্যনির্বাহী পরিষদই কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

২২.১০ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হইবার পর নির্বাচনের সকল বিষয় জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতিকে অবহিত করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩ : পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ

২৩.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব বা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদার কোনো কর্মকর্তা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৩.২ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক অথবা তাহাদের কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৩.৩ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কোনো অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা উপজেলায় কর্মরত কোনো সরকারি/আধা-সরকারি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দিয়া হিসাব নিরীক্ষণ করাইবে এবং নিরীক্ষণ প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। একইসঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসহ অন্যান্য সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে দাখিল করিবে। প্রয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-২৪ : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

২৪.১ এই গঠনতন্ত্রের যে কোনো ধারা বা উপ-ধারা সংযোজন/সংশোধন/রহিতকরণের এখতিয়ার একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের থাকিবে।

২৪.২ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার অসন্তোষজনক কার্যকলাপের অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ দ্বারা গঠিত কমিটি (১ম শ্রেণী পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত) বিষয়টি তদন্ত করিবে। তদন্তে দোষ প্রমাণসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলপূর্বক তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পদাধিকারবলে উক্ত এডহক কমিটির সভাপতি হইবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৪.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোনো উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনী তফসিলবিহীন মেয়াদোত্তীর্ণ কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করিয়া তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকারবলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ-২৫ : অন্তর্ভুক্তি

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভুক্ত (অ্যাফিলিয়েটেড) থাকিবে এবং অন্তর্ভুক্ত (অ্যাফিলিয়েটেড) ফি হিসেবে বার্ষিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ৩০ জুনের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে পরিশোধ করিতে হইবে। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-২৬ : গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

২৬.১ অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

২৬.২ অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই, এমন কোনো বিষয়ের উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা লইতে পারিবে। উল্লিখিত বিষয়ে সমাধানে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ-২৭ : রহিতকরণ ও হেফাজত

উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে গৃহীত গঠনতন্ত্র এতদ্বারা রহিত করা হইল। রহিতকরণ সত্ত্বে পূর্ব গঠনতন্ত্রের আলোকে ইতিপূর্বে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

জেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ-১ :	শিরোনাম ও পরিধি	পৃষ্ঠা-১৮
অনুচ্ছেদ-২ :	সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা-১৮
অনুচ্ছেদ-৩ :	প্রতীক ও পতাকা	পৃষ্ঠা-১৯
অনুচ্ছেদ-৪ :	প্রধান কার্যালয়	পৃষ্ঠা-১৯
অনুচ্ছেদ-৫ :	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা-১৯
অনুচ্ছেদ-৬ :	দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-১৯
অনুচ্ছেদ-৭ :	অ্যাফিলিয়েশন	পৃষ্ঠা-২০
অনুচ্ছেদ-৮ :	সাধারণ পরিষদ (মহানগর হিসেবে ঘোষিত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জেলা সদর ব্যতীত)	পৃষ্ঠা-২০
অনুচ্ছেদ-৯ :	উপদেষ্টা পরিষদ	পৃষ্ঠা-২২
অনুচ্ছেদ-১০ :	কার্যনির্বাহী পরিষদ	পৃষ্ঠা-২২
অনুচ্ছেদ-১১ :	সাধারণ পরিষদ (মহানগর হিসেবে ঘোষিত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জেলার জন্য)	পৃষ্ঠা-২৩
অনুচ্ছেদ-১২ :	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-২৪
অনুচ্ছেদ-১৩ :	সাধারণ পরিষদের সভা	পৃষ্ঠা-২৫
অনুচ্ছেদ-১৪ :	উপদেষ্টা পরিষদ	পৃষ্ঠা-২৫
অনুচ্ছেদ-১৫ :	কার্যনির্বাহী পরিষদ	পৃষ্ঠা-২৬
অনুচ্ছেদ-১৬ :	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-২৬
অনুচ্ছেদ-১৭ :	কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী	পৃষ্ঠা-২৭
অনুচ্ছেদ-১৮ :	কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-২৭
অনুচ্ছেদ-১৯ :	কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি ও অপসারণ	পৃষ্ঠা-২৮
অনুচ্ছেদ-২০ :	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ	পৃষ্ঠা-২৮
অনুচ্ছেদ-২১ :	আর্থিক বৎসর	পৃষ্ঠা-২৮
অনুচ্ছেদ-২২ :	তহবিল গঠন	পৃষ্ঠা-২৮
অনুচ্ছেদ-২৩ :	তহবিল পরিচালনা	পৃষ্ঠা-২৮
অনুচ্ছেদ-২৪ :	খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন	পৃষ্ঠা-২৯
অনুচ্ছেদ-২৫ :	উপ-বিধি প্রণয়ন	পৃষ্ঠা-২৯
অনুচ্ছেদ-২৬ :	নির্বাচন প্রক্রিয়া	পৃষ্ঠা-২৯
অনুচ্ছেদ-২৭ :	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ	পৃষ্ঠা-৩০
অনুচ্ছেদ-২৮ :	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-৩০
অনুচ্ছেদ-২৯ :	অন্তর্ভুক্তি	পৃষ্ঠা-৩১
অনুচ্ছেদ-৩০ :	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পৃষ্ঠা-৩১
অনুচ্ছেদ-৩১ :	রহিতকরণ ও হেফাজত	পৃষ্ঠা-৩১

অনুচ্ছেদ-১ : শিরোনাম ও পরিধি

১.১ এই গঠনতন্ত্র (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থার (২০১৪ সালে সংশোধিত) গঠনতন্ত্র নামে অভিহিত হইবে।

১.২ এই সংস্থার নাম হইবে (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থা। ইংরেজিতে District Sports Association সংক্ষেপে (DSA).

১.৩ 'জেলা ক্রীড়া সংস্থার সীমানা' বলিতে প্রশাসনিক জেলার সীমানা বুঝাইবে।

১.৪ সমগ্র জেলার খেলার সার্বিক কার্যক্রম এই জেলা ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন ও সম্পূর্ণ এখতিয়ারে থাকিবে।

১.৫ এই গঠনতন্ত্র বাংলা ভাষায় প্রণীত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২ : সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই গঠনতন্ত্রের নিম্নোক্ত শব্দগুলোর মাধ্যমে পাশে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝাইবে।

২.১	সংস্থা	: 'সংস্থা' বলিতে (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।
২.২	গঠনতন্ত্র	: 'গঠনতন্ত্র' বলিতে (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।
২.৩	জেলা	: 'জেলা' বলিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক জেলা বুঝাইবে।
২.৪	খেলা	: 'খেলা' বলিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত/স্বীকৃত সকল খেলা বুঝাইবে।
২.৫	সাধারণ পরিষদ	: 'সাধারণ পরিষদ' বলিতে (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ বুঝাইবে।
২.৬	কার্যনির্বাহী পরিষদ	: 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' বলিতে (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বুঝাইবে।
২.৭	কমিটি	: 'কমিটি' বলিতে (জেলার নাম) জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বুঝাইবে।
২.৮	সভাপতি	: 'সভাপতি' বলিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি বুঝাইবে।
২.৯	সহ-সভাপতি	: 'সহ-সভাপতি' বলিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের সহ-সভাপতি বুঝাইবে।
২.১০	সাধারণ সম্পাদক	: 'সাধারণ সম্পাদক' বলিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১১	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	: 'অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক' বলিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১২	যুগ্ম-সম্পাদক	: 'যুগ্ম-সম্পাদক' বলিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১৩	কোষাধ্যক্ষ	: 'কোষাধ্যক্ষ' বলিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ বুঝাইবে।
২.১৪	নির্বাহী সদস্য	: 'নির্বাহী সদস্য' বলিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য বুঝাইবে।
২.১৫	অঙ্গ সংগঠন	: 'অঙ্গ সংগঠন' বলিতে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর সহিত সরাসরি সংযুক্ত স্থানীয় ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান বুঝাইবে।
২.১৬	কাউন্সিলর	: 'কাউন্সিলর' বলিতে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-৩ : প্রতীক ও পতাকা

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে জেলার একটি নিজস্ব প্রতীক (লোগো) ও পতাকা থাকিবে। যাহাতে জেলার নামসহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা লেখা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৪ : প্রধান কার্যালয়

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদর দপ্তর জেলা সদরে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র জেলাব্যাপী সকল প্রকার খেলার আয়োজন/প্রচার/প্রসার/সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন করা। যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করে মেধাবী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা। একটি সুস্থ্য ও সবল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে শরীরচর্চার প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

অনুচ্ছেদ-৬ : দায়িত্ব ও কার্যক্রম

জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে -

৬.১ জেলাব্যাপী খেলাধুলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানোন্নয়ন, প্রসার এবং ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করা।

৬.২ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা করা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও নিশ্চিত করা।

৬.৩ বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খেলা পরিচালনার জন্য দক্ষ সংগঠক/প্রশিক্ষক/আম্পায়ার/রেফারি/জাজ/জুরি ইত্যাদি সৃষ্টি করা।

৬.৪ জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় জেলা দলের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৫ জাতীয় ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন-এর তত্ত্বাবধানে জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৬.৬ অসচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অথবা তাহাদের পরিবারকে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

৬.৭ জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানকে খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৬.৮ ক্রীড়া সংক্রান্ত বই, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৬.৯ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়াবিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা।

৬.১০ জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬.১১ জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার আয়োজনে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দান ও তত্ত্বাবধান করা।

৬.১২ জেলা ক্রীড়া সংস্থা উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অর্জনে/সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ক্রীড়ানীতির নির্দেশাবলী এবং জাতীয় ফেডারেশনসমূহ হইতে জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন করা।

৬.১৩ জেলা ক্রীড়া সংস্থা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও খেলার উন্নয়ন এবং প্রসারের জন্যে নিজ উদ্যোগে যে কোনো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৬.১৪ নিজস্ব আর্থিক সংস্থানে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সংস্থার ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাহাদের কার্যপরিধি নির্ধারণ করা।

৬.১৫ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১৬ জেলা ক্রীড়া সংস্থা সর্বস্তরের সর্বোচ্চ মানের সততা, স্বচ্ছতা, সুস্থ ও দায়িত্বশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সর্বোন্নত আইনের অনুশাসন প্রবর্তন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ-৭ : অ্যাফিলিয়েশন

জেলা ক্রীড়া সংস্থার অধীনে অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান থাকিবে।

৭.১ অ্যাফিলিয়েশনের জন্য আবেদনকারী ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের গঠনতন্ত্র/নীতিমালা, ঠিকানা, সাধারণ পরিষদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), কার্যনির্বাহী পরিষদ, ব্যাংক হিসাব থাকিতে হইবে এবং নিয়মিত খেলাধুলার চর্চা করিতে হইবে। অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত আবেদন ফরমের সহিত ৫০০ (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) পরিশোধ করিতে হইবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় আবেদনকৃত সকল ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের আবেদন যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। তবে সাধারণ পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্ববর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা যাইবে না।

৭.২ প্রত্যেক অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানকে অ্যাফিলিয়েশন নবায়ন বাবদ বাৎসরিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অ্যাফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। কোনো ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

৭.৩ অ্যাফিলিয়েশনপ্রাপ্ত ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত খেলায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭.৪ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভুক্ত (অ্যাফিলিয়েটেড) থাকিবে এবং অন্তর্ভুক্ত (অ্যাফিলিয়েটেড) ফি হিসাবে বার্ষিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ৩০ জুনের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে পরিশোধ করিতে হইবে। উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-৮ : সাধারণ পরিষদ

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে।

সাধারণ পরিষদ গঠন (মহানগর হিসেবে ঘোষিত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জেলা সদর ব্যতীত)।

৮.১ জেলা প্রশাসক।

৮.২ পুলিশ সুপার।

৮.৩ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।

৮.৪ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সর্বশেষ নির্বাচিত)।

৮.৫ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৮(৩)(৪)(৫) শর্ত পূরণ সাপেক্ষে)।

৮.৬ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৩ (তিন) জন সদস্য।

৮.৭ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দলগত যে কোনো একটি একই খেলায় পূর্ণাঙ্গ লিগ ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে ১ (এক) জন প্রতিনিধি পাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ফেডারেশনের দলগত খেলা বলিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, খো খো, রাগবি খেলাকে বুঝাইবে।

৮.৮ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দলগত পরবর্তী প্রতি তিনটি একই খেলায় পূর্ণাঙ্গ লিগ ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ফেডারেশনের দলগত খেলা বলিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, খো খো, রাগবি খেলাকে বুঝাইবে।

৮.৯ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান অ্যাথলেটিক্স, সাইক্লিং, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দাবা, কুস্তি, বক্সিং, কারাতে, আরচ্যারি, জুডো, তায়কোয়ানডো, ভারোত্তোলন, জিমন্যাস্টিক, গলফ, শরীরগঠন, শ্যুটিং, টেনিস খেলাসমূহের প্রতি তিনটি একই খেলায় পূর্ণাঙ্গ লিগ/টুর্নামেন্টে ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে।

৮.১০ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃত একই খেলা ন্যূনতম ২ (দুই) বার আয়োজনে ব্যর্থ হইলে এবং সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১ (এক) বার আয়োজন করিলে অংশগ্রহণকারী ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কোনো খেলা আয়োজন করিতে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে সকল অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান পরবর্তী নির্বাচনের জন্য সাধারণ পরিষদে ১ (এক) জন প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮.১১ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার ২ (দুই) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত/জাতীয় দল/জাতীয় পর্যায়/জেলা দলের খেলোয়াড় অথবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোনো লিগ খেলায় অন্তত ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন) ও ১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তত ৮ (আট) বৎসর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে) এবং ২ (দুই) জন ক্রীড়ানুরাগী (যিনি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/ক্রীড়া উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন/করেন)।

৮.১২ জেলা সদরের পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

৮.১৩ সিভিল সার্জন/তার কর্তৃক মনোনীত একজন সরকারী ডাক্তার।

৮.১৪ কমান্ডেন্ট জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।

৮.১৫ জেলা ক্রীড়া অফিসার।

৮.১৬ জেলা শিক্ষা অফিসার।

৮.১৭ সেনাবাহিনী (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৮.১৮ বিমানবাহিনী (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৮.১৯ নৌবাহিনী (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৮.২০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৮.২১ যে সকল ব্যক্তি নতুন জেলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে অথবা বর্তমান জেলা ক্রীড়া সংস্থায় জমি দান করিয়াছেন (যাহার মূল্য বর্তমান বাজারদরে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা) এবং ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আজীবন সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন, সেসব ব্যক্তি সাধারণ পরিষদে সদস্যপদ বহাল থাকিবে। তবে সংশোধিত গঠনতন্ত্রের এই ধারা মোতাবেক নতুন কোনো আজীবন সদস্য গ্রহণের সুযোগ থাকিবে না।

৮.২২ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার কোনো পৃষ্ঠপোষক জেলা ক্রীড়া সংস্থায় এককালীন ন্যূনতম ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এইরূপ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন পৃষ্ঠপোষক শুধুমাত্র পরবর্তী মেয়াদকালে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিত্ব পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৮.২৩ জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে সকল দলগত খেলার আয়োজন করিবে, সে সকল খেলায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজনে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক লিগের বিভাজন করিয়া খেলা পরিচালনা করিতে পারিবে। তবে কোনো বিভাগেই সর্বোচ্চ ১৬ (ষোল)টি দলের বেশি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। উল্লেখ্য যে, বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রযোজ্য হইবে না এবং বাছাইয়ে অংশগ্রহণকৃত কোনো দলই প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য হইবে না।

৮.২৪ একজন ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি জেলার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন। একই ব্যক্তি একইসাথে একাধিক জেলার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইলে তাহার সকল জেলার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৮.২৫ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংস্থার কেহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদ-৯ : উপদেষ্টা পরিষদ

মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ও জেলা পরিষদ প্রশাসক জেলা ক্রীড়া সংস্থার উপদেষ্টা থাকিবেন।

৯.১ উপদেষ্টাগণ জেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে সময় সময় কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১০ : কার্যনির্বাহী পরিষদ

গঠন প্রণালী : জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ ৩১ (একত্রিশ) সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

সভাপতি	:	জেলা প্রশাসক (পদাধিকারবলে)।
সহ-সভাপতি	:	পুলিশ সুপার (পদাধিকারবলে)।
	:	১ (এক) জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।
	:	৪ (চার) জন (নির্বাচিত)।
সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
যুগ্ম-সম্পাদক	:	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)।
কোষাধ্যক্ষ	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
নির্বাহী সদস্য	:	১৪ (চৌদ্দ) জন (নির্বাচিত)।
	:	২ (দুই) জন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।
	:	২ (দুই) জন মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।
	:	জেলা ক্রীড়া অফিসার (পদাধিকারবলে)।

অনুচ্ছেদ-১১ : সাধারণ পরিষদ

জেলা ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে।

সাধারণ পরিষদ গঠন (মহানগর হিসেবে ঘোষিত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত জেলার জন্য)।

১১.১ জেলা প্রশাসক।

১১.২ মহানগর উপ-পুলিশ কমিশনার (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন)।

১১.৩ পুলিশ সুপার।

১১.৪ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।

১১.৫ জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সর্বশেষ নির্বাচিত)।

১১.৬ উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৮(৩)(৪)(৫) শর্ত পূরণসাপেক্ষে)।

১১.৭ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৩ (তিন) জন সদস্য।

১১.৮ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দলগত যে কোনো একটি একই খেলায় পূর্ণাঙ্গ লিগ ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে ১ (এক) জন প্রতিনিধি পাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ফেডারেশনের দলগত খেলা বলিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, খো খো, রাগবি খেলাকে বুঝাইবে।

১১.৯ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান দলগত পরবর্তী প্রতি তিনটি একই খেলায় পূর্ণাঙ্গ লিগ ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ফেডারেশনের দলগত খেলা বলিতে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, কাবাডি, বাস্কেটবল, খো খো, রাগবি খেলাকে বুঝাইবে।

১১.১০ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান অ্যাথলেটিক্স, সাইক্লিং, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, দাবা, কুস্তি, বক্সিং, কারাতে, আরচ্যারি, জুডো, তায়কোয়ানডো, ভারোত্তোলন, জিমন্যাস্টিক্স, গলফ, শরীরগঠন, শ্যুটিং, টেনিস খেলাসমূহের প্রতি তিনটি একই খেলায় পূর্ণাঙ্গ লিগ/টুর্নামেন্টে ২ (দুই) বার অংশগ্রহণ করিলে ১ (এক) জন করিয়া প্রতিনিধি পাইবে।

১১.১১ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের স্বীকৃত একই খেলা ন্যূনতম ২ (দুই) বার আয়োজনে ব্যর্থ হইলে এবং সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ১ (এক) বার আয়োজন করিলে অংশগ্রহণকারী ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কোনো খেলা আয়োজন করিতে ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে সকল অ্যাফিলিয়েটেড ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠান পরবর্তী নির্বাচনের জন্য সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১১.১২ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার ২ (দুই) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত/জাতীয় দল/জাতীয় পর্যায়/জেলা দলের খেলোয়াড় অথবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোনো লিগ খেলায় অন্তত ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন) ও ১ (এক) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তত ৮ (আট) বৎসর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে) এবং ২ (দুই) জন ক্রীড়ানুরাগী (যিনি সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কোনো ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/ক্রীড়া উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন/করেন)।

১১.১৩ জেলা সদরের পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।

১১.১৪ সিভিল সার্জন/তাঁর মনোনীত একজন সরকারি ডাক্তার।

১১.১৫ কমান্ডেন্ট জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর।

১১.১৬ জেলা ক্রীড়া অফিসার।

১১.১৭ জেলা শিক্ষা অফিসার।

১১.১৮ সেনাবাহিনী (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

১১.১৯ বিমানবাহিনী (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

১১.২০ নৌবাহিনী (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

১১.২১ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (জেলা সদরে অবস্থিত) কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

১১.২২ যে সকল ব্যক্তি নতুন জেলা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে অথবা বর্তমান জেলা ক্রীড়া সংস্থায় জমি দান করিয়াছেন (যাহার মূল্য বর্তমান বাজারদরে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা) এবং ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আজীবন সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন, সেসব ব্যক্তিবর্গের সাধারণ পরিষদে সদস্যপদ বহাল থাকিবে। তবে সংশোধিত গঠনতন্ত্রের এই ধারা মোতাবেক নতুন কোনো আজীবন সদস্য গ্রহণের সুযোগ থাকিবে না।

১১.২৩ সাধারণ পরিষদ গঠনের অব্যবহিত ৪ (চার) বৎসর পূর্বের মেয়াদকালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার কোনো পৃষ্ঠপোষক জেলা ক্রীড়া সংস্থায় এককালীন ন্যূনতম ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এইরূপ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন পৃষ্ঠপোষক শুধুমাত্র ঐ মেয়াদকালে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিত্ব পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

১১.২৪ জেলা ক্রীড়া সংস্থা যে সকল দলগত খেলার আয়োজন করিবে, সে সকল খেলায় অংশগ্রহণকারী ক্লাবের সংখ্যাধিক্য বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রয়োজনে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক লিগের বিভাজন করিয়া খেলা পরিচালনা করিতে পারিবে। তবে কোনো বিভাগেই সর্বোচ্চ ১৬ (ষোল)টি দলের বেশি অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। উল্লেখ্য যে, বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা প্রযোজ্য হইবে না এবং বাছাইয়ে অংশগ্রহণকৃত কোনো দলই প্রতিনিধি পাইবার যোগ্য হইবে না।

১১.২৫ একজন ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি জেলায় সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন। একই ব্যক্তি একইসাথে একাধিক জেলার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইলে তাহার সকল জেলার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.২৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো সংস্থার কেহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদ-১২ : সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে –

১২.১ জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক না হয়।

১২.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন।

১২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

১২.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

১২.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের বার্ষিক বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

১২.৬ জেলা ক্রীড়া সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক যে কোনো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ-১৩ : সাধারণ পরিষদের সভা

১৩.১ **বার্ষিক সাধারণ সভা :** প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার নির্ধারিত তারিখের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সকল সদস্যকে ডাক, কুরিয়ার অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে সভার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। ডাক, কুরিয়ার অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তির সহিত সভার আলোচ্যসূচিভিত্তিক কার্যপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, সে ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই বিষয়টি সভাকে অবহিত করিতে হইবে।

১৩.২ **আলোচ্যসূচি :** বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :

(ক) পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবৎসরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদন।

(ঘ) অর্থবৎসরের বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঙ) সভাপতি অথবা সাধারণ পরিষদের কোনো সদস্যের উত্থাপিত যে কোনো জরুরি বিষয় নিষ্পত্তি।

১৩.৩ **তলবি সভা :** কার্যনির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত অনুরোধে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এক সপ্তাহের নোটিশে তলবি সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতি তাহা না করিলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভায় যে কোনো সদস্যকে সভা আহ্বানের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে। এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য নোটিশ জারির মাধ্যমে তলবি সভা আহ্বান করিবেন।

১৩.৪ **সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল :** সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল ৪ (চার) বৎসর হইবে।

১৩.৫ **সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়ন :** পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৮ ও ১১ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মোতাবেক ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত প্রতিনিধির তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কোনো প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে উল্লেখ্য যে, কোনো প্রতিনিধি পদত্যাগ করিলে, স্থায়ীভাবে প্রবাসী হইলে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হইলে বা মৃত্যুজনিত কারণেই কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ক্লাব/ইউনিয়ন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান/অন্যান্য সংস্থা প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করার আবেদন জানাইতে পারিবে, যাহা কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

১৩.৬ **কোরাম :** বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা তলবি সভার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যার ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোনো সভায় যদি কোরাম না হয়, তাহা হইলে মুলতবি সভাটি পরবর্তী কার্যদিবসে একই সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। যদি কোনো কারণে মুলতবি সভার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সভা মুলতবি করিবার পূর্বেই উপস্থিত সকল সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে। মুলতবি সভার ক্ষেত্রে লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

অনুচ্ছেদ-১৪ : উপদেষ্টা পরিষদ

মাননীয় সংসদ সদস্যগণ ও জেলা পরিষদ প্রশাসক জেলা ক্রীড়া সংস্থার উপদেষ্টা থাকিবেন।

১৪.১ উপদেষ্টাগণ জেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নয়নে সময় সময় কার্যনির্বাহী পরিষদে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ -১৫ : কার্যনির্বাহী পরিষদ

গঠন প্রণালী : জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ ৩১ (একত্রিশ) সদস্যবিশিষ্ট হইবে।

সভাপতি	:	জেলা প্রশাসক (পদাধিকারবলে)।
সহ-সভাপতি	:	১ (এক) জন মহানগর উপ-পুলিশ কমিশনার (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)।
	:	পুলিশ সুপার (পদাধিকারবলে)।
	:	১ (এক) জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)।
	:	৪ (চার) জন (নির্বাচিত)।
সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
যুগ্ম-সম্পাদক	:	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)।
কোষাধ্যক্ষ	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
নির্বাহী সদস্য	:	১৩ (তের) জন (নির্বাচিত)।
	:	২ (দুই) জন উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।
	:	২ (দুই) জন মহিলা (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।
	:	জেলা ক্রীড়া অফিসার (পদাধিকারবলে)।

অনুচ্ছেদ-১৬ : কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী

১৬.১ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন খেলায় ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা করা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

১৬.২ সংস্থার সকল স্থায়ী/অস্থায়ী কমিটি; উপ-কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা, কার্যপরিধি প্রণয়ন করা এবং কমিটির বাজেট অনুমোদন করা।

১৬.৩ সংস্থার প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা।

১৬.৪ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা।

১৬.৫ সংস্থার বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন করা।

১৬.৬ সংস্থার বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় আলোচনাক্রমে অনুমোদন করা।

১৬.৭ সংস্থার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক অনুমোদন করা।

১৬.৮ অ্যাফিলিয়েশনের জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুমোদনের বিষয়ে বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৬.৯ সংস্থার প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের জন্য (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন) সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন এবং শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬.১০ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হইলে উক্ত পদ পূরণের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক উপ-নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা।

১৬.১১ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ন্ত্রণ করা।

১৬.১২ সকল জাতীয় ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রদান করা।

অনুচ্ছেদ-১৭ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী

১৭.১ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন এবং জরুরি সভার ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

১৭.২ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

১৭.৩ কোরামের কারণে অথবা অন্যকোনো কারণে যে কোনো নিয়মিত সভা মূলতবি থাকিলে পরবর্তীতে উহার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মূলতবি সভার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করাইতে হইবে।

১৭.৪ প্রতিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হইলে সভাপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

১৭.৫ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালটে করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-১৮ : কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১৮.১ সভাপতি : তিনি সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৮.২ তিনি সাধারণ পরিষদের এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরি সভা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তলবি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৮.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে, কেহ পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে উক্ত পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো সদস্যের ওপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন। তবে আসন শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অবশ্যই উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য- পদ পূরণ করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২৬এর (৩)(৪)(৫)(৬)(৮)(৯)(১০) উপানুচ্ছেদগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। তবে উল্লেখ্য যে, উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ ভোটাধিকার পাইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১৮.৪ সহ-সভাপতি : সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮.৫ সাধারণ সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদক সংস্থার প্রশাসনিক ও নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮.৬ সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রতি তিন মাসে অন্তত একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন।

১৮.৭ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করিবেন এবং সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

১৮.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি তাহার কাজের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদকের ওপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

১৮.৯ অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিবেন। বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৮.১০ সাধারণ সম্পাদক সংস্থার জরুরি প্রয়োজনে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৮.১১ অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদক দেশের বাহিরে গেলে বা অসুস্থতার কারণে ১ (এক) মাসের অধিক দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপদকালীন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮.১২ যুগ্ম-সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন।

১৮.১৩ কোষাধ্যক্ষ : তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং সংস্থার বাজেট/সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৯ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি ও অপসারণ

১৯.১ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোনো সদস্য গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ না জানাইয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের পরপর তিনটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। তাহার জবাব যথোপযুক্ত না হইলে পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার সদস্যপদ বাতিল হইবে এবং উক্ত সদস্য তার নির্বাহী পরিষদের পদ হারাইবেন। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপিল করিতে পারিবেন। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা উক্ত আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষুব্ধ হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপিল করিতে পারিবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৯.২ দুর্নীতি, তহবিল তছরুফ ইত্যাদি কারণে কোনো অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে জেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক তদন্তপূর্বক দোষী প্রমাণীত হইলে উক্ত সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে। তবে অপসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য কারণ দর্শাইতে হইবে। তাহার জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নিকট আপিল করিতে পারিবে। বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা উক্ত আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে। উক্ত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি সংক্ষুব্ধ হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৯.৩ কোনো কর্মকর্তা/সদস্য সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে কর্মকর্তা/সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

১৯.৪ নিম্নোক্ত কারণসমূহের যথাযথ প্রমাণসাপেক্ষে সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে : (ক) মৃত্যু, (খ) পদত্যাগ, (গ) শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে, (ঘ) দ্বৈত বা ততোধিক নাগরিকত্ব গ্রহণ।

১৯.৫ অনুচ্ছেদ-১৯(১)(২)(৩)(৪)-এর কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হইলে ১৮(৩) অনুসরণপূর্বক উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২০ : কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। চূড়ান্ত সরকারি ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করিলে ১৬ (ষোল)তম দিন হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর হইয়াছে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল শুরু হইয়াছে এবং পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-২১ : আর্থিক বৎসর

১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-২২ : তহবিল গঠন

জেলা ক্রীড়া সংস্থার তহবিল গঠনের জন্য ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ, প্রদর্শনী/প্রতিযোগিতামূলক খেলা আয়োজন এবং অন্যান্য বিধিসম্মত বিনোদন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩ : তহবিল পরিচালনা

সংস্থার যাবতীয় তহবিল জেলা সদরে অবস্থিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে পারিবে। সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৪ : খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন

জেলা ক্রীড়া সংস্থা অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খেলায় খেলোয়াড়দেরকে সংস্থার মাধ্যমেই জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/ অ্যাসোসিয়েশন/সংস্থাসমূহের বিধি ও উপ-বিধি অনুসারে রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৫ : উপ-বিধি প্রণয়ন

জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোনো উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো অনুচ্ছেদের সহিত সাংঘর্ষিক হয়- এমন কোনো উপ-বিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ-২৬ : নির্বাচন প্রক্রিয়া

২৬.১ পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে ও নির্বাচনের প্রয়োজনে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিতে কাউন্সিলর নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে।

২৬.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের কাউন্সিলর নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৮ ও ১১ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মোতাবেক ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানসমূহের কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে প্রতিনিধির নাম আহ্বান করিবেন। প্রাপ্ত প্রতিনিধির নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন গঠনের সাথে সাথেই নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। উল্লেখ্য, সাধারণ পরিষদের সদস্যগণই নির্বাচনে ভোটাধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাইবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্য না হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২৬.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচিতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিষয় উল্লেখ করিয়া বাধ্যতামূলক সভা আহ্বান করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট জেলায় কর্মরত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবেন। নির্বাচন কমিশনার একজন রিটার্নিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

২৬.৪ নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন। তফসিল সর্বনিম্ন ২১ (একুশ) দিন এবং সর্বোচ্চ ৩১ (একত্রিশ) দিন সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন। তবে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা এর আওতামুক্ত থাকিবে।

২৬.৫ নির্বাচনে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিবার বিষয়ে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির নিকট আপিল দায়ের করিবেন। প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রেও ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির নিকট আপিল দায়ের করিবেন। উভয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দায়েরকৃত আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস করে নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবে।

২৬.৬ নির্বাচন কমিশন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করিবেন। নির্বাচনের ফলাফলে একই পদে একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হইলে সেই ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন।

২৬.৭ নির্বাচন কমিশন সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক ও সদস্যগণের প্রাপ্ত ভোটের ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করিবেন।

২৬.৮ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনই বেসরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশ করিবেন এবং বেসরকারি ফলাফল প্রকাশের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রজ্ঞাপন আকারে সরকারিভাবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করিতে হইবে।

২৬.৯ ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদই কার্যক্রম পরিচালন করিবে।

২৬.১০ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হইবার পর নির্বাচনের সকল বিষয় বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৭ : পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ

২৭.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব বা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কোনো কর্মকর্তা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৭.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সভাপতির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৭.৩ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কোনো অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা জেলায় কর্মরত কোনো সরকারি/আধা-সরকারি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দিয়া হিসাব নিরীক্ষণ করাইবেন এবং নিরীক্ষণ প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবেন। একইসঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসহ অন্যান্য সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে দাখিল করিবেন। প্রয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ জেলা ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২৭.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংস্থার হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে পারদর্শী ৩ (তিন) জন সদস্য লইয়া সংস্থার অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করিতে হইবে। অডিট রিপোর্ট পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৮ : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

২৮.১ এই গঠনতন্ত্রের যে কোনো ধারা বা উপ-ধারা সংযোজন/সংশোধন/রহিতকরণের এখতিয়ার একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের থাকিবে।

২৮.২ জেলা ক্রীড়া সংস্থার অসন্তোষজনক কার্যকলাপের অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার মাধ্যমে অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ দ্বারা গঠিত কমিটি (পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত) বিষয়টি তদন্ত করিবে। তদন্তে দোষ প্রমাণসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলপূর্বক তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৮.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোনো জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনী তফসিলবিহীন মেয়াদোত্তীর্ণ কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করিয়া তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ-২৯ : অন্তর্ভুক্তি

২৯.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অধীন জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে অন্তর্ভুক্তি ফি হিসেবে বাৎসরিক ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা মাত্র অন্তর্ভুক্তি ফি ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। উক্ত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে অ্যাফিলিয়েশন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

২৯.২ জেলা ক্রীড়া সংস্থা বাংলাদেশের জাতীয় ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী অন্তর্ভূক্ত (অ্যাফিলিয়েটেড) প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-৩০ : গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

৩০.১ অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এই বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

৩০.২ অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই, এমন কোনো বিষয়ের উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদ পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা লইতে পারিবে। উল্লিখিত বিষয়ে সমাধানে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ-৩১ : রহিতকরণ ও হেফাজত

জেলা ক্রীড়া সংস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে গৃহীত গঠনতন্ত্র এতদ্বারা রহিত করা হইল। রহিতকরণ সত্ত্বেও পূর্ব গঠনতন্ত্রের আলোকে ইতিপূর্বে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমের বৈধতা ক্ষুন্ন হবে না।

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র

সূচিপত্র

অনুচ্ছেদ-১	:	শিরোনাম ও পরিধি	পৃষ্ঠা-৩৩
অনুচ্ছেদ-২	:	সংজ্ঞা	পৃষ্ঠা-৩৩
অনুচ্ছেদ-৩	:	প্রতীক ও পতাকা	পৃষ্ঠা-৩৪
অনুচ্ছেদ-৪	:	প্রধান কার্যালয়	পৃষ্ঠা-৩৪
অনুচ্ছেদ-৫	:	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	পৃষ্ঠা-৩৪
অনুচ্ছেদ-৬	:	দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৩৪
অনুচ্ছেদ-৭	:	সাধারণ পরিষদ	পৃষ্ঠা-৩৫
অনুচ্ছেদ-৮	:	সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৩৬
অনুচ্ছেদ-৯	:	সাধারণ পরিষদের সভা	পৃষ্ঠা-৩৬
অনুচ্ছেদ-১০	:	কার্যনির্বাহী পরিষদ	পৃষ্ঠা-৩৭
অনুচ্ছেদ-১১	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী	পৃষ্ঠা-৩৭
অনুচ্ছেদ-১২	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী	পৃষ্ঠা-৩৮
অনুচ্ছেদ-১৩	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-৩৮
অনুচ্ছেদ-১৪	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি ও অপসারণ	পৃষ্ঠা-৩৯
অনুচ্ছেদ-১৫	:	কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-১৬	:	আর্থিক বৎসর	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-১৭	:	তহবিল গঠন	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-১৮	:	তহবিল পরিচালনা	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-১৯	:	খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-২০	:	উপ-বিধি প্রণয়ন	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-২১	:	নির্বাচন প্রক্রিয়া	পৃষ্ঠা-৪০
অনুচ্ছেদ-২২	:	পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ	পৃষ্ঠা-৪১
অনুচ্ছেদ-২৩	:	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা	পৃষ্ঠা-৪১
অনুচ্ছেদ-২৪	:	অন্তর্ভুক্তি	পৃষ্ঠা-৪২
অনুচ্ছেদ-২৫	:	গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা	পৃষ্ঠা-৪২
অনুচ্ছেদ-২৬	:	রহিতকরণ ও হেফাজত	পৃষ্ঠা-৪২

অনুচ্ছেদ-১ : শিরোনাম ও পরিধি

১.১ এই গঠনতন্ত্র (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার (২০১৪ সালে সংশোধিত) গঠনতন্ত্র নামে অভিহিত হইবে।

১.২ এই সংস্থার নাম হইবে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা। ইংরেজিতে Divisional Sports Association সংক্ষেপে (Div.SA).

১.৩ 'বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সীমানা' বলিতে প্রশাসনিক বিভাগের সীমানা বুঝাইবে।

১.৪ সমগ্র বিভাগের খেলার সার্বিক কার্যক্রম এই বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন ও সম্পূর্ণ এখতিয়ারে থাকিবে।

১.৫ এই গঠনতন্ত্র বাংলা ভাষায় প্রণীত হইবে।

অনুচ্ছেদ-২ : সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই গঠনতন্ত্রের নিম্নোক্ত শব্দগুলোর মাধ্যমে পাশে বর্ণিত বিষয়াদি বুঝাইবে।

২.১	সংস্থা	:	'সংস্থা' বলিতে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বুঝাইবে।
২.২	গঠনতন্ত্র	:	'গঠনতন্ত্র' বলিতে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার গঠনতন্ত্র বুঝাইবে।
২.৩	বিভাগ	:	'বিভাগ' বলিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক বিভাগ বুঝাইবে।
২.৪	খেলা	:	'খেলা' বলিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত/স্বীকৃত সকল খেলা বুঝাইবে।
২.৫	সাধারণ পরিষদ	:	'সাধারণ পরিষদ' বলিতে (বিভাগের নাম) বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ বুঝাইবে।
২.৬	কার্যনির্বাহী পরিষদ	:	'কার্যনির্বাহী পরিষদ' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বুঝাইবে।
২.৭	কমিটি	:	'কমিটি' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক গঠিত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো স্থায়ী বা অস্থায়ী কমিটি বুঝাইবে।
২.৮	সভাপতি	:	'সভাপতি' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি বুঝাইবে।
২.৯	সহ-সভাপতি	:	'সহ-সভাপতি' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহ-সভাপতি বুঝাইবে।
২.১০	সাধারণ সম্পাদক	:	'সাধারণ সম্পাদক' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১১	অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	:	'অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১২	যুগ্ম-সম্পাদক	:	'যুগ্ম-সম্পাদক' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার যুগ্ম-সম্পাদক বুঝাইবে।
২.১৩	কোষাধ্যক্ষ	:	'কোষাধ্যক্ষ' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ বুঝাইবে।
২.১৪	নির্বাহী সদস্য	:	'নির্বাহী সদস্য' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য বুঝাইবে।
২.১৫	অঙ্গ সংগঠন	:	'অঙ্গ সংগঠন' বলিতে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোর সহিত সরাসরি সংযুক্ত সংস্থা বুঝাইবে।
২.১৬	কাউন্সিলর	:	'কাউন্সিলর' বলিতে সাধারণ পরিষদের সকল সদস্য বুঝাইবে।

অনুচ্ছেদ-৩ : প্রতীক ও পতাকা

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে বিভাগের একটি নিজস্ব প্রতীক (লোগো) ও পতাকা থাকিবে। যাহাতে বিভাগের নামসহ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা লেখা থাকিবে।

অনুচ্ছেদ-৪ : প্রধান কার্যালয়

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সদর দপ্তর বিভাগীয় সদরে অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫ : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার উদ্দেশ্য হইল সমগ্র বিভাগব্যাপী সকল প্রকার খেলার আয়োজন/প্রচার/প্রসার/সম্প্রসারণ, মানোন্নয়ন করা। যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক বিকাশে যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অবলম্বন করে মেধাবী ও প্রতিভাবান খেলোয়াড় সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা। একটি সুস্থ ও সবল জাতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে শরীরচর্চার প্রতি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

অনুচ্ছেদ-৬ : দায়িত্ব ও কার্যক্রম

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে -

৬.১ বিভাগব্যাপী খেলাধুলার পরিকল্পনা, আয়োজন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মানোন্নয়ন, প্রসার এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহিত সমন্বয় সাধন করা।

৬.২ বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ত:জেলা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

৬.৩ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি বৎসর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত খেলাসমূহের মধ্যে অন্তত দলগত খেলা ৫ (পাঁচ)টি এবং একক খেলা ৩ (তিন)টি খেলার আন্ত:জেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৬.৪ বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খেলা পরিচালনার জন্য দক্ষ সংগঠক/প্রশিক্ষক/আম্পায়ার/রেফারি/জাজ/জুরি ইত্যাদি সৃষ্টি করা।

৬.৫ জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় বিভাগীয় দলের প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৬ জাতীয় ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয়/আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা।

৬.৭ অস্বচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের অথবা তাহাদের পরিবারকে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

৬.৮ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠানকে খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য আর্থিক এবং অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৬.৯ ক্রীড়া সংক্রান্ত বই, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশনার ব্যবস্থা করা।

৬.১০ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়াবিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা।

৬.১১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত সংযুক্ত সংস্থাসমূহের মধ্যে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা।

৬.১২ বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাংগঠনিক কার্যক্রম ও খেলাধুলার আয়োজনে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনে পরামর্শ দান ও তত্ত্বাবধান করা।

৬.১৩ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা উপরোক্ত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী অর্জনে/সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ক্রীড়ানীতির নির্দেশাবলী এবং জাতীয় ফেডারেশনসমূহ হইতে জারিকৃত নির্দেশাবলী পালন করা।

৬.১৪ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং খেলার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য নিজ উদ্যোগে যে কোনো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৬.১৫ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করা।

৬.১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১৭ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সর্বস্তরের সর্বোচ্চমানের সততা, স্বচ্ছতা, সুস্থ ও দায়িত্বশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, সর্বোন্নত আইনের অনুশাসন প্রবর্তন, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

অনুচ্ছেদ-৭ : সাধারণ পরিষদ

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ হিসেবে একটি সাধারণ পরিষদ থাকিবে।

সাধারণ পরিষদ গঠন:

৭.১ বিভাগীয় কমিশনার।

৭.২ উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি)।

৭.৩ মহানগর পুলিশ কমিশনার।

৭.৪ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)।

৭.৫ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (সর্বশেষ নির্বাচিত)।

৭.৬ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আওতাধীন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে) ।

৭.৭ অন্তর্ভুক্তিকৃত জেলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৩ (তিন) জন করিয়া প্রতিনিধি। যাহাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার ১ (এক) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত/জাতীয় দল/জাতীয় পর্যায়/জেলা দলের খেলোয়াড় অথবা জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোনো খেলায় অন্তত ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন)। ২ (দুই) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তত ৮ (আট) বৎসর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে)। সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থা কার্যনির্বাহী পরিষদ উক্ত ৩ (তিন) জনকে মনোনয়ন প্রদান করিবে।

৭.৮ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিভাগীয় উপ-পরিচালক।

৭.৯ বিভাগে অবস্থিত প্রতিটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ (এক) জন প্রতিনিধি (মাননীয় উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত)।

৭.১০ বিভাগে অবস্থিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি।

৭.১১ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থা হইতে ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি ।

৭.১২ সেনাবাহিনী ১ (এক) জন প্রতিনিধি (বিভাগে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)।

৭.১৩ বিমানবাহিনী ১ (এক) জন প্রতিনিধি (বিভাগে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)।

৭.১৪ নৌবাহিনীর ১ (এক) জন প্রতিনিধি (বিভাগে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত)। ঢাকা বিভাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত।

৭.১৫ জেলা ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার ২ (দুই) জন সাধারণ সম্পাদক (সংশ্লিষ্ট জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে হইবে)।

৭.১৬ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনধিক ৭ (সাত) জন প্রতিনিধি। যাহাদের মধ্যে ৩ (তিন) জন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ (যিনি জাতীয়/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কারপ্রাপ্ত/জাতীয় দল/বিভাগীয় দল/জেলা দলের খেলোয়াড় অথবা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা/জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত কোনো খেলায় অন্তত ৩ (তিন) বৎসর অংশগ্রহণ করিয়াছেন)। ৪ (চার) জন ক্রীড়া সংগঠক (যিনি বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা/জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদে অন্তত ৮ (আট) বৎসর সদস্য ছিলেন; দালিলিক প্রমাণ সাপেক্ষে)।

৭.১৭ এক ব্যক্তি সমগ্র বাংলাদেশে শুধুমাত্র একটি বিভাগেই সাধারণ পরিষদের সদস্য হইতে পারিবেন। একই ব্যক্তি একইসাথে একাধিক বিভাগের সদস্য হইলে তাহার সকল বিভাগের সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৭.১৮ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অথবা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক নিষিদ্ধঘোষিত কোনো সংস্থার কেহ সাধারণ পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্য হইবেন না।

অনুচ্ছেদ-৮ : সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম

সাধারণ পরিষদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম নিম্নরূপ হইবে :

৮.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যাহা জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক না হয়।

৮.২ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন।

৮.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৮.৪ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংবলিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

৮.৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষের বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন এবং অনুমোদন।

৮.৬ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়ক যে কোনো পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ-৯ : সাধারণ পরিষদের সভা

৯.১ **বার্ষিক সাধারণ সভা :** প্রতি অর্থবৎসর সমাপ্তির অন্যূন ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভার নির্ধারিত তারিখের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সকল সদস্যকে ডাক, কুরিয়ারের মাধ্যমে সভার তারিখ, সময় ও স্থান সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে। ডাক, কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তির সহিত সভার আলোচ্যসূচিভিত্তিক কার্যপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। যদি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ৯০ (নব্বই) দিনের বেশি সময় অতিবাহিত হয়, সে ক্ষেত্রে বার্ষিক সাধারণ সভার শুরুতেই বিষয়টি সভাকে অবহিত করিতে হইবে।

৯.২ **আলোচ্যসূচি :**

বার্ষিক সাধারণ সভার আলোচ্যসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে :

(ক) পূর্ববর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(গ) কার্যনির্বাহী পরিষদে অনুমোদিত কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক পূর্ববর্তী অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঘ) অর্থবৎসরের বাজেট ও সম্পূরক বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন।

(ঙ) সভাপতি অথবা সাধারণ পরিষদের কোনো সদস্যের উত্থাপিত যে কোনো জরুরি বিষয় নিষ্পত্তি।

৯.৩ **তলবি সভা :** কার্যনির্বাহী পরিষদের এক-তৃতীয়াংশের লিখিত অনুরোধে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে এক সপ্তাহের নোটিশে তলবি সভা আহ্বান করিবেন। সভাপতি তাহা না করিলে নোটিশ প্রদানকারী সদস্যদের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভায় যে কোনো সদস্যকে সভা আহ্বানের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে। এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য নোটিশ জারির মাধ্যমে তলবি সভা আহ্বান করিবেন।

৯.৪ **সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল :** সাধারণ পরিষদের মেয়াদকাল ৪ (চার) বৎসর হইবে।

৯.৫ **সাধারণ পরিষদে কাউন্সিলর মনোনয়ন :** পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের প্রয়োজনে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৭ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাপ্ত প্রতিনিধির তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে। পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের পূর্ব পর্যন্ত কোনো প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে উল্লেখ্য যে, কোনো প্রতিনিধি পদত্যাগ করিলে, স্থায়ীভাবে প্রবাসী হইলে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চলাচলের অযোগ্য হইলে বা মৃত্যুজনিত কারণেই কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির নাম পরিবর্তন করার আবেদন জানাইতে পারিবে, যাহা কার্যনির্বাহী/সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৯.৬ **কোরাম :** বার্ষিক সাধারণ সভা তলবি সভার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। যে কোনো সভায় যদি কোরাম না হয়, তাহা হইলে মুলতবি সভাটি পরবর্তী কার্যদিবসে একই সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। যদি কোনো কারণে মুলতবি সভার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে সভা মুলতবি করিবার পূর্বেই উপস্থিত সকল সদস্যকে অবহিত করিতে হইবে। মুলতবি সভার ক্ষেত্রে লিখিত বিজ্ঞপ্তি এবং কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

অনুচ্ছেদ-১০ : কার্যনির্বাহী পরিষদ

গঠন প্রণালী : বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ।

সভাপতি	:	বিভাগীয় কমিশনার (পদাধিকারবলে)।
সহ-সভাপতি	:	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (ডিআইজি) (পদাধিকারবলে)।
	:	মহানগর পুলিশ কমিশনার (পদাধিকারবলে)।
	:	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)
	:	৩ (তিন) জন (নির্বাচিত)।
সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
যুগ্ম-সম্পাদক	:	২ (দুই) জন (নির্বাচিত)।
কোষাধ্যক্ষ	:	১ (এক) জন (নির্বাচিত)।
নির্বাহী সদস্য	:	৭ (সাত) জন (নির্বাচিত)।
	:	২ (দুই) জন মহিলা (সংরক্ষিত) (নির্বাচিত)।
	:	বিভাগের আওতাধীন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক (পদাধিকারবলে)।
	:	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিভাগীয় উপ-পরিচালক (পদাধিকারবলে)। কিন্তু তাহার কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

অনুচ্ছেদ-১১ : কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যাবলী

১১.১ বিভাগীয় পর্যায়ে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়াপঞ্জি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা এবং বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করে খেলা পরিচালনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে উত্থাপিত আপত্তি, বিচার ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন ও অনুসরণ নিশ্চিত করা।

১১.২ সংস্থার সকল স্থায়ী/অস্থায়ী কমিটি; উপ-কমিটি ও অন্যান্য কমিটি গঠন করা, কার্যপরিধি প্রণয়ন করা এবং কমিটির বাজেট অনুমোদন করা।

১১.৩ সংস্থার প্রতি ৩ (তিন) মাসে অন্তত ১ (এক) বার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করা।

১১.৪ সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা।

১১.৫ সংস্থার বার্ষিক বাজেট ও সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন করা।

১১.৬ সংস্থার বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় আলোচনাক্রমে অনুমোদন করা।

১১.৭ সংস্থার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য অডিটর নিয়োগ ও পারিতোষিক অনুমোদন করা।

১১.৮ বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতি বৎসর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক স্বীকৃত খেলাসমূহের মধ্যে অন্তত দলগত খেলা ৫ (পাঁচ)টি এবং একক খেলা ৩ (তিন)টি খেলার আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

১১.৯ সংস্থার প্রয়োজনীয়সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা এবং তাদের জন্য (পূর্ণকালীন/খণ্ডকালীন) সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি প্রণয়ন ও শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১.১০ সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হইলে উক্ত পদ পূরণের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক উপ-নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করা।

১১.১১ সংস্থার সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ আয়-ব্যয় হিসাব নিয়ন্ত্রণ করা।

১১.১২ সকল জাতীয় ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশনে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাউন্সিলর মনোনয়ন প্রদান করা।

অনুচ্ছেদ-১২ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার নিয়মাবলী

১২.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন এবং জরুরি সভার ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হইবে।

১২.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

১২.৩ কোরামের কারণে অথবা অন্য কোনো কারণে যে কোনো নিয়মিত সভা মুলতবি থাকিলে পরবর্তীতে উহার জন্য কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না। তবে মুলতবি সভার তারিখ, সময় ও স্থান সংশ্লিষ্ট সদস্যদের অবগত করাইতে হইবে।

১২.৪ প্রতিটি সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে সদস্যগণ সমভাবে বিভক্ত হইলে সভাপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত/কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

১২.৫ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রয়োজনবোধে গোপন ব্যালটে করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ-১৩ : কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

১৩.১ সভাপতি : তিনি সংস্থার সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৩.২ তিনি সাধারণ পরিষদের এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরি সভা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তলবি সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৩.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হইলে, কেহ পদত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে উক্ত পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সভাপতি উক্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোনো সদস্যের ওপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন। তবে আসন শূন্য হইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে অবশ্যই গঠনতন্ত্র মোতাবেক উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে। সেই ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-২১-এর (৩)(৪)(৫)(৬)(৮)(৯)(১০) উপানুচ্ছেদগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। তবে উল্লেখ্য যে, উপ-নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ ভোটাধিকার পাইবেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবেন।

১৩.৪ সহ-সভাপতি : সভাপতির অনুপস্থিতিতে ক্রমানুসারে সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.৫ সাধারণ সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদক সংস্থার প্রশাসনিক ও নির্বাহী প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.৬ সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সাধারণ সম্পাদক প্রতি তিন মাসে অন্তত একটি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন।

১৩.৭ তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করিবেন এবং সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

১৩.৮ কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি তাহার কাজের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক/যুগ্ম-সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

১৩.৯ অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করিবেন। বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৩.১০ সাধারণ সম্পাদক সংস্থার জরুরি প্রয়োজনে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিবেন, যাহা পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১৩.১১ অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। সাধারণ সম্পাদক দেশের বাহিরে গেলে বা অসুস্থতার কারণে ১ (এক) মাসের অধিক দায়িত্ব পালন না করিতে পারিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপদকালীন সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৩.১২ যুগ্ম-সম্পাদক : সাধারণ সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবেন।

১৩.১৩ কোষাধ্যক্ষ : তিনি সংস্থার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণ, বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষণ এবং সংস্থার বাজেট/সম্পূরক বাজেট প্রণয়ন ও উপস্থাপন করিবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪ : কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের অব্যাহতি ও অপসারণ

১৪.১ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কোনো সদস্য গ্রহণযোগ্য কোনো কারণ না জানাইয়া কার্যনির্বাহী পরিষদের পরপর তিনটি সভায় উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে উক্ত সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। তাহার জবাব যথোপযুক্ত না হইলে পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার সদস্যপদ বাতিল হইবে এবং উক্ত সদস্য তার নির্বাহী পরিষদের পদ হারাইবেন। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪.২ দুর্নীতি, তহবিল তছরুফ ইত্যাদির কারণে কোনো অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক তদন্তপূর্বক দোষী প্রমাণিত হইলে উক্ত সদস্যকে অপসারণ করা যাইবে। তবে অপসারণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য কারণ দর্শাইতে হইবে। তাহার জবাব কার্যনির্বাহী পরিষদ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণের নিকট সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। সেই ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপিল করিতে পারিবেন। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আপিলের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪.৩ কোনো কর্মকর্তা/সদস্য সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হইলে কর্মকর্তা/সদস্যপদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে।

১৪.৪ নিম্নোক্ত কারণসমূহের যথাযথ প্রমাণসাপেক্ষে সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে : (ক) মৃত্যু, (খ) পদত্যাগ, (গ) শারীরিক অথবা মানসিক অক্ষমতা; দালিলিক প্রমাণসাপেক্ষে, (ঘ) দ্বৈত বা ততোধিক নাগরিকত্ব গ্রহণ।

১৪.৫ অনুচ্ছেদ-১৪(১)(২)(৩)(৪)-এর কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোনো পদ শূন্য হইলে ১৩ (৩) অনুসরণপূর্বক উক্ত পদ পূরণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৫ : কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ ৪ (চার) বৎসর হইবে। চূড়ান্ত সরকারি ফলাফল ঘোষণার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উক্ত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব হস্তান্তর না করিলে ১৬ (ষোল) তম দিন হইতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর হইয়াছে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যকাল শুরু হইয়াছে ও পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৬ : আর্থিক বৎসর

১ জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সংস্থার আর্থিক বৎসর গণনা করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৭ : তহবিল গঠন

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার তহবিল গঠনের জন্য ব্যক্তিগত অনুদান গ্রহণ, প্রদর্শনী/প্রতিযোগিতামূলক খেলা আয়োজন এবং অন্যান্য বিধিসম্মত বিনোদন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

অনুচ্ছেদ-১৮ : তহবিল পরিচালনা

সংস্থার যাবতীয় তহবিল জেলা সদরে অবস্থিত এক বা একাধিক তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে পারিবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের মধ্যে যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১৯ : খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খেলা খেলোয়াড়দেরকে সংস্থার মাধ্যমেই জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন/অ্যাসোসিয়েশন/সংস্থাসমূহের বিধি ও উপবিধি অনুসারে রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২০ : উপ-বিধি প্রণয়ন

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা এই গঠনতন্ত্রের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া তাহাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে কোনো উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো অনুচ্ছেদের সহিত সাংঘর্ষিক হয়- এমন কোনো উপবিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

অনুচ্ছেদ-২১ : নির্বাচন প্রক্রিয়া

২১.১ পরবর্তী সাধারণ পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে ও নির্বাচনের প্রয়োজনে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণের কমপক্ষে ৯০ (নব্বই) দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিতে কাউন্সিলর নির্ধারণের বিষয় উল্লেখ করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে।

২১.২ কার্যনির্বাহী পরিষদের কাউন্সিলর নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ-৭ মোতাবেক ক্লাব/সমিতি/প্রতিষ্ঠানসমূহের কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে প্রতিনিধির নাম আহ্বান করিবেন। প্রাপ্ত প্রতিনিধির নামের তালিকা নির্বাচন কমিশন গঠনের সাথে সাথেই নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবেন। উল্লেখ্য, সাধারণ পরিষদের সদস্যগণই নির্বাচনে ভোটাধিকার ও কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ পাইবেন। সাধারণ পরিষদের সদস্য না হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২১.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার ৬০ (ষাট) দিন পূর্বে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে আলোচ্যসূচিতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিষয় উল্লেখ করিয়া বাধ্যতামূলক সভা আহ্বান

করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংশ্লিষ্ট বিভাগে কর্মরত একজন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবে। নির্বাচন কমিশনার একজন রিটার্নিং অফিসার এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা করিবেন।

২১.৪ নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করিবেন। তফসিলে সর্বনিম্ন ২১ (একুশ) দিন এবং সর্বোচ্চ ৩১ (একত্রিশ) দিন সময়সীমা নির্ধারণপূর্বক নির্বাচন সম্পন্ন করিবেন। তবে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা এর আওতামুক্ত থাকিবে।

২১.৫ নির্বাচনে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করিবার বিষয়ে কেহ সংক্ষুব্ধ হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপিল দায়ের করিবেন। প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রেও ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের নিকট আপিল দায়ের করিবেন। উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দায়েরকৃত আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আপিল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) কার্যদিবস করে নির্বাচন কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবে।

২১.৬ নির্বাচন কমিশন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনা করিবে। নির্বাচনের ফলাফলে একই পদে একাধিক প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সমান হইলে সেই ক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন।

২১.৭ নির্বাচন কমিশন সহ-সভাপতি, যুগ্ম-সম্পাদক ও সদস্যগণের প্রাপ্ত ভোটের ক্রমানুসারে স্থান নির্ধারণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করিবে।

২১.৮ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের দিনই বেসরকারিভাবে ফলাফল প্রকাশ করিবে এবং বেসরকারি ফলাফল প্রকাশের ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে প্রজ্ঞাপন আকারে সরকারিভাবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করিতে হইবে।

২১.৯ ঘোষিত নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার পূর্বতন কার্যনির্বাহী পরিষদই কার্যক্রম পরিচালন করিবে।

২১.১০ নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হইবার পর নির্বাচনের সকল বিষয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে অবহিত করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২২ : পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষণ

২২.১ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব বা সচিব কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের উপ-পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়- এমন কোনো কর্মকর্তা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২২.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কোনো অনুমোদিত হিসাব নিরীক্ষণ প্রতিষ্ঠান অথবা বিভাগে কর্মরত কোনো সরকারি/আধা-সরকারি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দিয়া হিসাব নিরীক্ষণ করাইবে এবং নিরীক্ষণ প্রতিবেদন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। একইসঙ্গে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদানসহ অন্যান্য সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে দাখিল করিবে। প্রয়োজনে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার বাৎসরিক বিশেষ হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

২২.৩ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংস্থার হিসাব-নিকাশ সম্বন্ধে পারদর্শী ৩ (তিন) জন সদস্য লইয়া সংস্থার অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করিতে হইবে। অডিট রিপোর্ট পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের এবং সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৩ : জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিশেষ ক্ষমতা

২৩.১ এই গঠনতন্ত্রের যে কোনো ধারা বা উপ-ধারা সংযোজন/সংশোধন/রহিতকরণের এখতিয়ার একমাত্র জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের থাকিবে।

২৩.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অসন্তোষজনক কার্যকলাপের অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিটি (পরিচালক পদমর্যাদার নিচে নয়, এমন কর্মকর্তাদের দ্বারা গঠিত) বিষয়টি তদন্ত করিবে। তদন্তে দোষ

প্রমাণসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিলপূর্বক তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকারবলে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

২৩.৩ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কোনো বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচনী তফসিলবিহীন মেয়াদোত্তীর্ণ কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করিয়া তদস্থলে ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির নাম জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে প্রেরণ করিবে। উক্ত এডহক কমিটিতে পদাধিকারবলে বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। এই কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নের লক্ষ্যে গঠনতন্ত্র মোতাবেক নির্বাচন কমিশন গঠন করিবে। নির্বাচন সম্পন্ন হইবার পর এডহক কমিটি নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট যথানিয়মে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবে। উল্লেখ্য যে, এডহক কমিটির কোনো সদস্য উক্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ-২৪ : অন্তর্ভুক্তি

২৪.১ জেলা ক্রীড়া সংস্থা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সহিত সরাসরি অন্তর্ভুক্তি (অ্যাফিলিয়েটেড) থাকিবে এবং অন্তর্ভুক্তি (অ্যাফিলিয়েটেড) ফি হিসেবে বাৎসরিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ফি ৩০ জুনের মধ্যে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থাকে পরিশোধ করিতে হইবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতির অনুমতিক্রমে অ্যাফিলিয়েশন ফি পরিশোধ করিতে পারিবে।

২৪.২ বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বাংলাদেশের সকল জাতীয় ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনের নিয়ম অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত (অ্যাফিলিয়েটেড) হিসেবে গণ্য হইবে।

অনুচ্ছেদ-২৫ : গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা

২৫.১ অত্র গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা উপ-ধারা ব্যাখ্যাকল্পে মতানৈক্য দেখা দিলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ এ বিষয়ে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দেবে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক এই মতানৈক্য নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই বিষয়ে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করা যাইবে না।

২৫.২ অত্র গঠনতন্ত্রে উল্লেখ নাই, এমন কোনো বিষয়ের উদ্রেক হইলে বা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হইলে বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ/সাধারণ পরিষদ পরবর্তী সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নিতে পারিবে। উল্লিখিত বিষয়ে সমাধানে পৌঁছতে ব্যর্থ হইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ-২৬ : রহিতকরণ ও হেফাজত

বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা সম্পর্কে ইতিপূর্বে গৃহীত গঠনতন্ত্র এতদ্বারা রহিত করা হইল। রহিতকরণ সত্ত্বেও পূর্ব গঠনতন্ত্রের আলোকে ইতিপূর্বে গৃহীত কোনো ব্যবস্থা, সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

অ্যাফিলিয়েশন আবেদন ফরমের নমুনা

বরাবর
সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
.... উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থা
....

<u>বিষয় : অ্যাফিলিয়েশন পাওয়ার জন্য আবেদন</u>

মহোদয়,

...................................উপজেলা/জেলা ক্রীড়া সংস্থায় অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম
প্রতিষ্ঠানের নাম :
ঠিকানা :
ব্যাংক হিসাব নম্বর :
সংযুক্তি :

গঠনতন্ত্র/নীতিমালা, সাধারণ পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সিদ্ধান্ত

স্বাক্ষর
সাধারণ সম্পাদক
নাম
ঠিকানা
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর

স্বাক্ষর
সভাপতি
নাম
ঠিকানা
টেলিফোন/মোবাইল নম্বর

সমাপ্ত

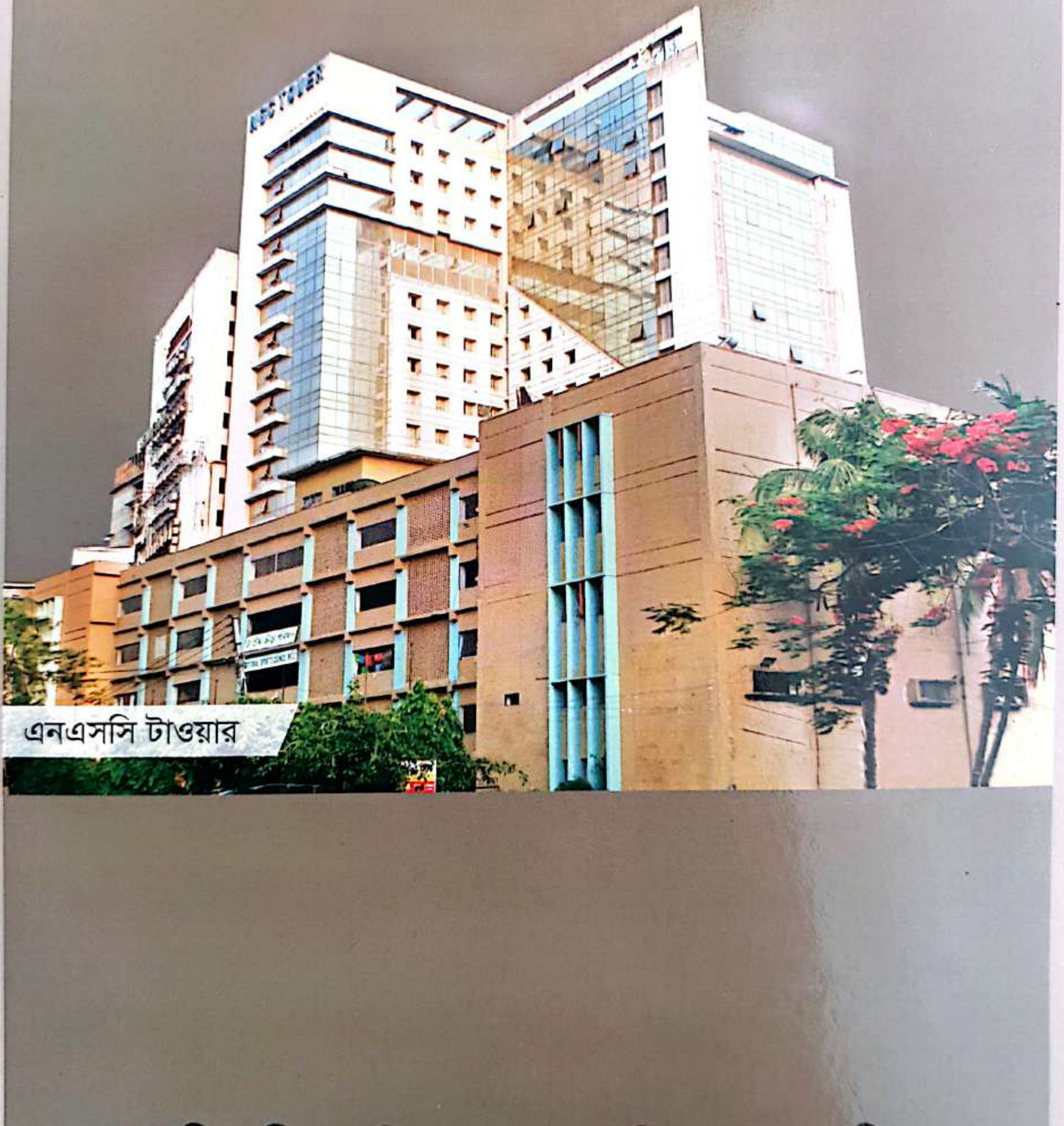

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে প্রকাশিত এবং প্রচারিত
৬২/৩, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। www.nsc.gov.bd

মূল্য ঃ- ১০০ (একশত) টাকা মাত্র